

এই বাংলায়

দেশের বহু ভগ্ন-বিধবস্ত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা সংস্কার হয়নি গাছতলা ও খোলা মাঠে ক্লাস শিক্ষাদান বিঘ্নিত

।। ইনকিলাব রিপোর্ট ।।

সেই পাকিস্তান আমল থেকে আজ পর্যন্ত গ্রাম-বাংলার শিক্ষা সংকট কটেনি। স্বাধীনতা উত্তর বিভিন্ন সাবেক আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার 'তরক্কী' বা 'আমূল সংস্কারের' নামে বহু টামাটোল পিটালেও বস্তুর শিক্ষা সংকটের কোনো সুরাহাতো হয়নি অধিকন্তু সংকট দিন দিন সংকটতর হয়েছে। এ সংকট নানামুখী। শিক্ষাক্রম থেকে শুরু করে শিক্ষা দান, সরকারী অনুদানের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, ছাত্র-শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যা, বই-পুস্তকের অভাব, লাইব্রেরীর উপযুক্ত পরিবেশ, ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতিসহ আসবাবপত্রের নিত্যকার সংকটে মুগ্ধ শিক্ষা দান মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

সর্বোপরি রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাঙ্গা ঘর, ভাঙ্গা পুঁথি সমস্যা। দেশে বারবার ঘূর্ণি-টর্নেডো ও গর্কি-ভূফানে অসংখ্য স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা বিধবস্ত হয়েছে। সরকারী সাহায্যের অভাবে এ সব বিধবস্ত স্কুলগৃহ মেরামত বা সংস্কার হয়নি। তাই শিক্ষাদান ও শিক্ষার্থীদের ছাত্র-শিক্ষকদের চরম ভোগান্তি হচ্ছে। অনেক স্কুলে টেবিল-বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা ইট ও চাটাইতে বসে ক্লাস করে আর শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাঠ দিয়ে থাকেন। এছাড়া কোথাও কোথাও স্কুলের খোলা



মীরসরাই (চট্টগ্রাম) : চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পূর্ব সাহেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ঘূর্ণিঝড়ে বিধবস্ত হবার পর অর্থাভাবে সংস্কার হয়নি

—ইনকিলাব

মাঠে বা গাছতলায় ক্লাস চলছে। দেশ-গ্রামের এবিধ শিক্ষা সংকট তথা স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার চিরচরিত সংকট ও সমস্যাবলী সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাব-এর মফস্বল সংবাদদাতা ও প্রতিনিধিদের জেরিত তথ্যভিত্তিক সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ও কতিপয় আলোকচিত্র এখানে পরিবেশিত হলো:

গোসাই ডাঙ্গি প্রাথমিক বিদ্যালয়

পাখনা, ২৭ অক্টোবর (জেলা সংবাদদাতা)।

পাখনা বুড়ার সীমানায় অবস্থিত গোসাই ডাঙ্গি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৪ শত ছাত্র-ছাত্রী খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে। তিন বছর আগে এক ঘূর্ণিঝড়ে বিদ্যালয়টি বিধবস্ত হয়। সংস্কারের জন্য সরকারী অনুদান পাওয়া যায়নি। এই দীর্ঘ সময় বোদ, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস করছে।

হারা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

চৌগাছা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, হাশোরে চৌগাছা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী

ছাত্রা পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি বর্তমানে বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। ফলে, ছাত্রীরা শুল্ক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ১৯৬২ সালে জনৈক আবদুল হাদী তরফদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই শিক্ষাদানের দিক দিয়ে প্রশংসা অর্জন করে আসছে। অর্থাভাবে বিদ্যালয়টি সংস্কার-মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না। মেয়ালে ফাটল ধরেছে। যে কোন মুহূর্তে মেয়াল ধসে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এখানে রয়েছে আসবাব পত্রের সংকট, নতুন টিনের ছাউনি দিয়ে বর্ষা যৌসুমে পানি পড়ে ক্লাসে হাই পানি জমে। দরজা জানালা না থাকায় বিদ্যালয়ে গরু-ছাগল ঢুকে অপরিষ্কার করে।

এখানে নেই বিজ্ঞানাগারের যথোক্ত নীচ যন্ত্রপাতি। ফলে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিদ্যালয়টিতে চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড, বেঞ্চের সংকট রয়েছে। কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদন করেও কোন ফল হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রীদেরকে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়।

হারা বালিকা বিদ্যালয়ে সর্বমোট ৭৭ ছাত্রী রয়েছে। ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে, অব্যবস্থার কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরই নীরব ভূমিকা পালন করেন।

ব্রাহ্মণপাড়া সরকারী হাইস্কুল

ব্রাহ্মণপাড়াই নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার সরকারী ভগবান উচ্চ বিদ্যালয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নেক নজরের অভাবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অচলাবস্থায় আশংকা দেখা দিয়েছে। উপজেলার ঐতিহ্যবাহী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবত প্রধান শিক্ষকের অভাবে স্কুলের নিয়ম-কানুন ও বিভিন্ন কাজ কর্মের ব্যাঘাত ঘটছে। অঙ্ক ও ইংরেজী শিক্ষকসহ আরো ৫-জন শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে। এ স্কুলে বিজ্ঞানাগার নেই। মহিলাদের কর্মশালা নেই। শৌচাগার নেই। এছাড়া আসবাবপত্র ও ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অনুপাতে অপ্রতুল। পাঠাগার না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকৃত জ্ঞানচর্চা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ইসলামিয়া

তা জানান, গত ১৯৮৬ সালে ইসলামিয়া মাদ্রাসার মালিক ফকীর সাদর হুজুরা সেই পরিবার মধ্যে কায় হুজুরা পার্শ্ববর্তী মসজিদে ও ইসলামীয় পড়ালেখা করতে বাধ্য হচ্ছে। সাহায্যের মধ্যে সরকারী সামান্য গম্য ভিত্তি আর কিছুই পাওয়া যায়নি মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররা রোদ-বৃষ্টিতে ক্লাস করে। আর্থিকভাবে ভালো না থাকায় নিজস্ব দায়োগেও পুনঃনির্মাণ কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

অবস্থায় জরুরী সাহায্য না পেলে উচ্চ মাদ্রাসায় শিক্ষাদান চরম বিঘ্নিত হয়ে পড়বে। পূর্বসাহেবপুর প্রাথমিক স্কুল মীরসরাই (চট্টগ্রাম) চট্টগ্রাম থেকে সংবাদদাতা জানান, জেলার মীরসরাই উপজেলার পূর্বসাহেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড়ে বিধবস্ত হয়। বহু হওয়ার দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও বিদ্যালয়টি মেরামতের কোন উদ্যোগ নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নেয়া প্রবল হচ্ছে না। এলাকাবাসী স্কুলটি জরুরী মারামতির দাবী জানিয়েছে।

বিদ্যালয়টি আজো মেরামত করা হয়নি

মীরসরাই (ফকীর) থেকে সংবাদদাতা জানান, ১৯৮৬ শে এপ্রিল প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে মরত দক্ষিণ আন্দপূর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অজো মেরামত করা হয়নি। ঝড়ের পরে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও বিদ্যালয়টি মেরামত না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। বিদ্যালয়টির উপরের দেয়ালগুলো ঝড়ে উড়িয়ে নেয়ার দরুন তলের আসবাবপত্র ও সাজসজ্জামাদি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

হরিন্দীয়া দাখিল মাদ্রাসা

মুন্ডুগুদা (হুয়াজাঙ্গা) থেকে সংবাদদাতা জানান, কেট চাঁদপুর উপজেলার হরিন্দীয়া দাখিল মাদ্রাসাটি বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। ইসলামী শিক্ষাকে মানুষের প্রাণে পৌছে দেয়ার সুমহন ব্রত নিয়ে লহাজ্জ আলতাফ হোসেনের প্রচেষ্টায় ১৯৭৪ সালে হরিন্দীয়া দাখিল মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয়। আর্থিক সংকটজনিত কারণে সেটি আজ বন্ধের উপক্রম হয়ে গেছে।

গত, ১৯৭৪ সালে স্থাপিত হয়ে ১৯৮৪ সালে মাদ্রাসাটি এতেদারী হিসাবে স্বীকৃত হয়। পরে ১৯৮৭ সালে দাখিল মাদ্রাসা বাবে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীগণ সরকারী পদান পাননি। ১৯৮৭ সালে দাখিল হিসাবে স্বীকৃতি লাভের পর ১৯৮৮/৮৯ অর্থিক বছরে মাদ্রাসাটির জন্য সরকারী অনুদান দেয়া হয়। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তা মেরামত করা হয়। মাদ্রাসাটির সরকারী আইডি নং ৫৬০৪০১২০২। সরকারী অনুদান পাওয়াতে অত্র মাদ্রাসার ১৩জন শিক্ষক অন্যান্য কর্মচারীগণ মানবতের জীবন নষ্ট করেছেন। স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক ও তাঁদের টাকায় এ পর্যন্ত চালানো সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া মাদ্রাসাটির ভবন সমস্যা রয়েছে। ঘরের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদিসহ প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব রয়েছে। এলাকায় ইসলামী শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে হরিন্দীয়া দাখিল মাদ্রাসাটির জন্য সরকারী অনুদান প্রদান করার জন্য কাবাসী গণতান্ত্রিক সরকারের নিকট বন্দন জানিয়েছেন।

বাবার ৯টি স্কুলে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস!

(রাজশাহী) থেকে সংবাদদাতা জানান, ১৯৮৬ সালে রাজশাহীতে ৯টি স্কুলে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস চলছে।



উপজেলার চর চৌমাটিয়া, চকরাপাড়া, বাকড়া, মুন্ডুগুদাসহ অন্যান্য স্কুলগুলোর টিনের চাল উড়ে যায়। কর্তৃপক্ষ কোন বরাদ্দ না দেয়ার ফলে স্কুলগুলো মেরামত করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে এই উপজেলার বিনেদপুর এবং মনিগ্রাম

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা হাদ মসে পড়ার ভয়ে ক্লাসরুমে ঢুকতে পারছে না। গত ১৫-২০ বছর পূর্বে নির্মিত এই বিদ্যালয় দুটির ভবনের ছাদে ব্যাপক ফাটল দেখা দিয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি প্রশাসনকে জানানোর পর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়

দুটি পরিদর্শন করে এগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী ঘোষণা করেন। কিন্তু তারা আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করেই দায় শেষ করেন। ফলে সমস্যা থেকেই গেছে। বর্তমানে উক্ত দুটি বিদ্যালয়সহ ৮টি বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। একই বৈশিষ্ট্য রোদ কিংবা আকাশে সামান্য মেঘ করলেই বিদ্যালয়গুলো ছুটি দেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অন্যদিকে অভিভাবক অত্র বিদ্যালয়গুলোর এই শৈশবীয় পরিবেশের কারণে তাদের ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন না।

নাগাইশ প্রাথমিক বিদ্যালয়

ব্রাহ্মণপাড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার নাগাইশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় যে কোনো মুহূর্তে ধসে পড়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিদ্যালয়ের ভবনের ছাদে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে এবং জরুরীকর্তব্য ইটের শ্রুতি করে বয়ে পড়ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা মাটিতে বসে ক্লাস করছে। প্রশাসনিক এ স্কুলে ১২ শত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিক্ষক মাত্র ৫ জন। আরো কমপক্ষে দুজন শিক্ষকের আশু প্রয়োজন।



রাজবাড়ী : কালোবিশাখীর ঝড়ে বিধবস্ত পাংশা উপজেলার কুলটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে খোলা আকাশের নিচে শিক্ষা গ্রহণ করছে

—ইনকিলাব